মাদ্রাসার ৬ ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, শিক্ষক ও পরিচালক গ্রেপ্তার



ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মহানগরীর গাছা এলাকায় একটি কওমি মাদ্রাসার ছয় আবাসিক শিক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক ও ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসার পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার পুলিশ জানায়, এক ভুক্তভোগী শিশুর মায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, কলমেশ্বর এলাকার দারুল হেদায়া কওমি মাদ্রাসার সাত বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে গত ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর বিভিন্ন সময়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ও প্রলোভন দিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করেন শিক্ষক মো. অলিউল্লাহ ইসলাম (২৩)। পরে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পরিবারকে বিষয়টি জানায়। পরিবারের সদস্যরা অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, আরও অন্তত পাঁচ শিশু একই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর মাদ্রাসার পরিচালক মোহাম্মদ মিজান ও স্থানীয় বাসিন্দা মো. আব্দুল কুদ্দুস শেখ বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং পরিবারকে ভয়ভীতি দেখান। পরে শিশুটির মা গাছা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

পুলিশ জানায়, অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে শিক্ষক অলিউল্লাহ ইসলাম ও মাদ্রাসার পরিচালক মোহাম্মদ মিজানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলায় আব্দুল কুদ্দুস শেখকেও আসামি করা হয়েছে।

গাছা থানা-পুলিশ জানিয়েছে, শিশু নির্যাতন এবং এ ধরনের ঘটনা গোপন করার চেষ্টায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।